পর্বঃ১৮
আজ পল্লবীর মনটা ভীষণ খারাপ।কেন যে মনটা আরো শক্ত করতে পারছে না সে।মাত্র কয়েকটা মাসের কমলাক্ষের প্রেম পল্লবী কেন যে ভুলতে পারছে না।পল্লবীকে আরো শক্ত হতে হবে।স্বামীর সংসারের হাল তাকে ধরতে হবে।স্বামী সন্তানের যত্ন করাই তার আরাধনা।

কমলাক্ষ অনেক কষ্ট করে পল্লবীর মোবাইল নম্বরটা যোগাড় করলো।কিন্তু কি বলবে সে!তার সামান্য কথায় ওর সংসারের যদি আরো ক্ষতি হয়।তবুও পল্লবীর সংঙ্গে একটু কথা বলার ইচ্ছা জাগে কমলাক্ষের।পল্লবীর আজকের জীবনের জন্য দায়ী কে?কমলাক্ষ কোন ভাবেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না।সে যদি জাতিসংঘের শান্তি কমিশনে যোগ না দিত,তবে হয়তো তার জীবন এভাবে বদলে যেত না।তার জীবন থেকে হারাতো না পল্লবী।আজকের পল্লবী তো জীবন যন্ত্রনার একটা ফুলদানীতে ভেজা বাসি ফুল।দুর থেকে কমলাক্ষের মনে হলো যেন,এতটুকু নাড়াচাড়া করিলে পল্লবী বাসি ফুলের মতই ঝরে পড়বে।

আর কমলাক্ষ কে চিনবে,কে মনে রাখবে?সেও তো জীবন্ত একটা লাশ।উষ্ণতার ছোঁয়া বুঝি তার জীবনের অতীত কল্পনা মাত্র।